দেড় কুইন্টাল চাল সাবাড় করল হাতি

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ সেপ্টেম্বর : মাদারিহাট–বীরপাড়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় হাতির হানা চলছেই। মঙ্গলবার রাতেও মাদারিহাটের পশ্চিম খয়েরবাড়িতে হাতি হানা দেয়। সেখানে একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দেড় কুইন্টাল চাল সাবাড় করে হাতি। মঙ্গলবার রাত ও বুধবার ভোরবেলায় হাতির হানায় কেবলমাত্র খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চারটি পরিবার। অবশ্য হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্তদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন দপ্তর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে পশ্চিম খয়েরবাড়ির মাস্টারপাড়ায় শচীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতে হানা দেয় কয়েকটি হাতি। প্রসঙ্গত, এলাকার ৩৬২ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির নিজস্ব ভবন না থাকায় শচীন্দ্রনাথ রায়ের বাড়িতেই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির কাজকর্ম হয়। ওই বাড়িতেই মজুত ছিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের চাল, ডাল। কেন্দ্রের সহায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, 'মজুত দেড় কুইন্টাল চাল সাবাড় করেছে হাতি।' এলাকার বাসিন্দা কল্যাণ রায়ের মুরগির ফার্মও ভাঙচুর করেছে হাতি। এদিকে, বুধবার ভোর চারটে নাগাদ মধ্য ছেকামারি গ্রামের সুবীর রায় ও সুবোধ রায়ের ঘর ভেঙেছে হাতি। এলাকার বাসিন্দা স্মরজিৎ রায় বলেন, 'পাশেই অবস্থিত খয়েরবাড়ি বনাঞ্চল থেকে বেরিয়ে ছেকামারির বিভিন্ন এলাকায় মাঝেমধ্যেই হানা দিচ্ছে হাতির পাল। ধান সহ নানা শস্য এমনকি সুপারি চাষ করাও মুশকিল হয়ে পড়েছে।' বন দপ্তরের মাদারিহাটের রেঞ্জার খগেশ্বর কার্জি বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্তরা আবেদন করলে সরকারি নিয়ম মেনে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রটির চাল বাবদ কোনো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে না।'

পুলিশ সুপারের চেম্বারে আগুন

কিশনগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : বুধবার সন্ধ্যায় কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার কুমার আশিসের চেম্বারে আগুন লাগে। যদিও পুলিশ সুপার সেই সময় চেম্বারে ছিলেন না। দপ্তরের কর্মীরা চেম্বার থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে নিজেদের চেষ্টায় আগুন নেভান। খবর পেয়ে দমকলও আসে। আগুনে চেম্বারের এসি, টেলিফোন, একটি কম্পিউটার ও চেয়ার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা পুলিশ সুপার দপ্তরে আসেন। এই ঘটনার তদন্ত করা হবে বলে তিনি জানান। এদিকে, জেলা দমকল আধিকারিক মনোজ চৌধুরি জানান, বৈদ্যুতিক গোলযোগের জন্য আগুন লেগেছিল।

বিজেপি-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে

প্রথম পাতার পর

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিজেপি জানিয়েছিল মিছিলটি ই–মল অবধি আসবে। তারপর সেখান থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ভিক্টোরিয়া হাউসে গিয়ে স্মারকলিপি দেবে। সেই অনুযায়ী মিছিলটিকে সেখানে থামানো হয়।

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, সিইএসসি সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেশন কমিশনের কোনো নিয়মকানুন মানছে না। শুধুমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট বেশি হারে বিদ্যুতের দাম নিচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে খোলামেলা কোনো টেন্ডারও ডাকছে না। এই অস্বচ্ছ ব্যবস্থা চলতে পারে না। এসব অভিযোগ শুনেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে বেধড়ক পেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে বিজেপি নেতারা মন্তব্য করেছেন।

আজকের দাম

পেট্রোল টাঃ ৭৫.২২ ডিজেল টাঃ ৬৮.২২

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে। –সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

আবহাওয়া
বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	৩০.০	২৬.০
শিলিগুড়ি	৩১.০	২৪.০
জলপাইগুড়ি	৩১.০	২৫.০
কোচবিহার	৩২.০	২৬.০
আলিপুরদুয়ার	৩২.০	২৫.০
মালদা	৩২.০	২৬.০
রায়গঞ্জ	৩১.০	২৫.০
গ্যাংটক	২৭.০	২০.০

মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি হতে পারে।

বিন্দু বিসর্গ

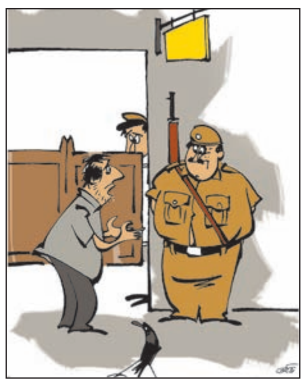

স্যর, বিক্রমকে পাওয়া গেল?

চিলাহাটি–হলদিবাড়ির দুয়ার খুলছে

২০২০ সালের মধ্যেই ট্রেন চলাচল শুরুর সম্ভাবনা

ঋদ্ধিমান চৌধুরি ● ঢাকা

১১ সেপ্টেম্বর : সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২০ সালের মধ্যেই চিলাহাটি–হলদিবাড়ি রুট দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ট্রেন চলাচল শুরু হবে। এর ফলে উভয় দেশই আর্থসামাজিকভাবে লাভবান হবে, এমনটাই মনে করছেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা। সূত্রের খবর, দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ স্থাপনে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে চিলাহাটির দিকে সীমান্তের জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত ৩.০৫ কিমি রেলপথের মধ্যে ৩ কিমির কাজ শেষ হয়েছ। এর জন্য কয়েক কোটি টাকা খরচ করেছে ভারতের রেলমন্ত্রক। অন্যদিকে, হাসিনা সরকারও চিলাহাটি স্টেশনের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রায় ৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। বাংলাদেশের রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন বলেন, 'চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেল সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। এক বছরের মধ্যে চিলাহাটি–হলদিবাড়ি রুট দিয়ে কলকাতা–ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালু করবে বাংলাদেশ। সেইজন্য চিলাহাটি স্টেশনটিকে আধুনিক মানের করে তোলা হচ্ছে। রেলের পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হাসিনা সরকার কাজ করে যাচ্ছে।'

বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন'র ঘটনা দুঃখজনক। '৪৭ সালের পরও সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। অবিভক্ত বিশাল ভারতের মানচিত্র ভাগ হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু ছিল। বিশেষ করে রেল যোগাযোগের উজ্জ্বল ইতিহাস প্রবীণদের স্মৃতিকে এখনও নাড়া দেয়। পাশাপাশি নৌপথে স্টিমার সার্ভিস রীতিমতো রোমাঞ্চকর। সেই কথা অনেক সাহিত্যিকের লেখায় মেলে। ১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধ এক ঝটকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। থেমে যায় রেল ও স্টিমারের হুইসেল। পরবর্তীতে একদেশ হলেও পাক শাসকদের শোষণ–অত্যাচারে অতিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের মানুষ। বিভিন্ন সময়ে বাঙালির রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাঙালির জীবনে এল সেই কালো রাত। '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয় এককোটি বাঙালি। ন'মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম হয় বাংলাদেশের। কেটে যায় বেশ কয়েকবছর। ধীরে ধীরে যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে কাজে হাত দেয় হাসিনা সরকার। ভারতের সঙ্গে বন্ধ হওয়া প্রত্যেকটি রেলপথ পর্যায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২০০৮ সালের ১৪ এপ্রিল ভারত–বাংলাদেশের মধ্যে যাত্রা শুরু করে মৈত্রী এক্সপ্রেস। এর আগে ১৯৯৯ সালে চালু হয় কলকাতা–ঢাকা বাস সার্ভিস। ২০০১ সালে সড়কপথে যুক্ত হয় ভারতের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরা। বাস সার্ভিস রয়েছে ঢাকা–গুয়াহাটির মধ্যে। এরই মধ্যে নদীপথেও স্টিমার সার্ভিস চালু হয়ে গিয়েছে।

হলদিবাড়ি–চিলাহাটি দিয়ে ভারত–বাংলাদেশ রেল যোগাযোগ চালুর উদ্যোগ এরই একটি অঙ্গ। দু–দেশের রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, যে গতিতে কাজ চলছে তাতে একবছরের মধ্যেই রেল যোগাযোগ চালু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে হলদিবাড়ি দিয়ে রেলের ইন্টারচেঞ্জ লিংক চালুর কাজ শেষ করেছে ভারত। রেলপথটি চালু হলে উভয় দেশের উন্নয়নের দুয়ার খুলে যাবে। বদলে যাবে চিলাহাটি–হলদিবাড়ির আর্থসামাজিক চেহারা। বাংলাদেশের চিলাহাটির বাসিন্দা টপু করিম বলেন, 'পুনরায় এই রেলপথ চালু হলে দুই দেশই লাভবান হবে। কবে ট্রেন চলাচল শুরু হয়, আমরা সেই অপেক্ষাতেই রয়েছি।' চিলাহাটির আরেক বাসিন্দা মহ আশরাফ বলেন, 'বাংলাদেশের বহু মানুষ দার্জিলিংয়ে ছেলেমেয়েকে পড়ান। কলকাতা সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চিকিৎসার জন্যও যেতে হয়। সেদিক থেকে দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ দ্রুত চালু হলে বাংলাদেশবাসী উপকৃত হবেন।'

চিলাহাটি
CHILAHATI

> চিলাহাটি থেকে ভারতের হলদিবাড়ি পর্যন্ত রেল সংযোগের কাজ শুরু হয়েছে। এক বছরের মধ্যে চিলাহাটি–হলদিবাড়ি রুট দিয়ে কলকাতা–ঢাকা সরাসরি ট্রেন চালু করবে বাংলাদেশ। সেইজন্য চিলাহাটি স্টেশনটিকে আধুনিক মানের করে তোলা হচ্ছে। রেলের পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে হাসিনা সরকার কাজ করে যাচ্ছে।
>
> – **নুরুল ইসলাম সুজন**, রেলমন্ত্রী, বাংলাদেশ সরকার

দুর্ভোগের জাতীয় সড়ক

– সংবাদচিত্র

পুজোর আগে জাতীয় সড়ক মেরামতে উদ্যোগ

অভিরূপ দে ● ময়নাগুড়ি

১১ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে জলপাইগুড়ি থেকে ধূপগুড়ি বেহাল ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কের হাল ফিরবে বলে আশ্বাস দিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ। প্রায় ২৭ কিলোমিটার রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে যেকোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। জাতীয় সড়কের জরাজীর্ণ অবস্থা নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট ক্ষোভ রয়েছে।

জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের আধিকারিক প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত বলেন, 'কিছু কিছু জায়গায় রাস্তা মেরামতির কাজ চলছে। কাজের গতি আরও বাড়ানো হবে। পুজোর আগেই যাতে বেহাল অংশগুলিকে মেরামত করে গোটা রাস্তা চলাচলের যোগ্য করে তোলা যায় সেই চেষ্টা চলছে।'

দীর্ঘদিন থেকেই বেহাল অবস্থায় জাতীয় সড়কটি। জলপাইগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি হয়ে ধূপগুড়ি যাওয়ার পথে একাধিক জায়গার অবস্থা খুবই খারাপ। ফলে মাঝেমধ্যেই ব্যাপক যানজট হচ্ছে। বর্ষার মধ্যে বেহাল রাস্তার বড়ো বড়ো গর্তে জল জমে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি কিছুটা কমায় অনেক জায়গায় মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট করা হয়েছিল। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে চার লেনের সড়কের কাজ চলার জন্য কিছু জায়গায় সমস্যা হচ্ছিল। তবে জলপাইগুড়ি পাহাড়পুরের পর থেকে তিস্তা সেতুর কিছুটা আগে পর্যন্ত, ময়নাগুড়ি দোমোহনি মোড় থেকে উল্লারডাবরি পর্যন্ত, অসম মোড় থেকে ইন্দিরা মোড়ের অংশ বাদ দিয়ে সেখান থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ি বিডিও অফিস মোড়ের আগের অংশ, বিডিও অফিসের পর থেকে টেকাটুলির মাঝে ঝাঝাঙ্গি বাদ দিয়ে হুসলুরডাঙ্গা মোড়ের আগে পর্যন্ত চার লেনের রাস্তার কাজ অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, ধূপগুড়ি জলঢাকা সেতু পার করে ঝুমুর পর্যন্ত এলাকাতেও নতুন রাস্তার কাজ শেষের দিকে। মাঝে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ের অংশ এবং জমিজটের জন্য যে স্থানগুলিতে চার লেনের রাস্তার কাজ বাকি রয়েছে সেই স্থানগুলিতে রাস্তার বেহাল অংশ সব থেকে বেশি। তাই রাস্তার বেহাল অংশগুলিকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। পুজোর আগেই সেই অংশগুলি দ্রুত মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ।

জাতীয় সড়কে চলাচলকারী যানবাহনচালক এবং যাত্রীদের বক্তব্য, এই রাস্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তা বেহালের জন্য প্রতিমুহূর্তে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। তাই পুজোর আগে যদি রাস্তার বেহাল অংশগুলি মেরামত করা হয় তবে প্রত্যেকেরই অনেক সুবিধা হবে।

বাংলায় এনআরসিতে বাদ যাবে ২ কোটি বাসিন্দা : দিলীপ

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি তো হবেই, আর তাতে বাদ পড়বে প্রায় ২ কোটি মানুষ। রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষের দাবি তাই। বুধবার দিল্লিতে কনস্ট্রিটিউশন ক্লাবে 'সেভ বেঙ্গল' শিরোনামে একটি আলোচনাসভায় যোগ দিতে এসে তিনি জানান, কোনো অবস্থাতেই বাংলায় এনআরসি ঠেকানো যাবে না। এটা শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। অসমে এনআরসির ফলে প্রায় ১১ লক্ষ হিন্দু বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সেখানকার বিজেপি ও আরএসএস নেতারা। সেজন্য তাঁরা ক্ষুব্ধও বটে। পশ্চিমবঙ্গেও কি একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে? এই প্রশ্নে দিলীপ বলেন, 'একেবারেই না।, বাংলায় হিন্দুদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ভয় পাওয়ার কিছু নেই সংখ্যালঘুদেরও। একসময় যাঁরা ওপার থেকে ভূমিচ্যুত হয়ে শরণার্থী হিসেবে এসেছে, তাদের প্রতিও সরকার যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। বিজেপি গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষায় কোনো আপস করবে না।'

বিজেপি সভাপতির ঘোষণা, উদ্‌বেগ তাদের থাকবে, যারা বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে। এনআরসির প্রতিবাদে খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বৃহস্পতিবার কলকাতায় মিছিল করবে তৃণমূল। তার আগের দিন এনআরসিতে ২ কোটি মানুষের বাদ পড়ার ঘোষণা করে যেন মৌচাকে ঢিল ছুড়লেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর অবশ্য বক্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা থেকে নজর ঘোরাতে মিছিল করছেন।' বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা এদিন দলের বাংলার নেতাদের দিল্লিতে বৈঠকে ডেকেছেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ সেপ্টেম্বর : মঙ্গলবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি–ফালাকাটা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ভ্যানচালকের। মৃত ভ্যানচালকের নাম খাইরুল মিয়াঁ (৩৬)। খবর পেয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই খবর লেখা পর্যন্ত গাড়িটির সন্ধান মেলেনি। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে অন্যান্য দিনের মতো কাজ সেরে নিজের ভ্যান নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন উনিশবিশা হাইরোড সংলগ্ন এলাকার খাইরুল। পুণ্ডিবাড়ি–ফালাকাটা ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের আমবাড়ি চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় রাতের অন্ধকারে একটি গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ওখানে রাতে টহল দিচ্ছিল ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ। গুরুতর আহত খাইরুলকে পুলিশ ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, গাড়িটির খোঁজ চালানো হচ্ছে।

পৃথক রাজ্য ও এনআরসি প্রসঙ্গ

অতুল–বংশীর আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন বিজয়ের

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১১ সেপ্টেম্বর : সরকারি পদে থেকে পৃথক রাজ্য এবং এনআরসি নিয়ে অতুল রায় ও বংশীবদন বর্মনের আন্দোলনকে নিয়ে প্রশ্ন তুললেন রাজবংশী ভাষা আকাদেমির প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান বিজয়চন্দ্র বর্মন। সরকারি পদে থেকে সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে এই ধরনের তৃণমূলের নীতি বিরোধী আন্দোলন করা ঠিক নয় বলেও বিজয়বাবু মন্তব্য করেছেন। যদিও কামতাপুরি নেতা তথা ভূমিপুত্র ঐক্য মঞ্চের ভাইস চেয়ারম্যান অতুলবাবু পালটা প্রশ্ন তুলেছেন বিজয় বর্মনের কাছে। অতুলবাবু কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যান। বংশীবদন বর্মন রাজবংশী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ডের চেয়ারম্যান। এখনও কামতাপুরি বা রাজবংশী দুই ভাষাতেই পঠনপাঠন শুরু করতে পারেনি দুই আকাদেমি। বিজয়চন্দ্রবাবু লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করে নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। এখনও পুনর্নির্বাচিত কেউ হননি ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হিসেবে।

বুধবার বিজয়বাবু বলেন, 'এখন দেখছি অতুল রায় ও বংশীবদন বর্মন মিলে পৃথক রাজ্য এবং এনআরসি চালু করার দাবিতে আন্দোলন করছেন। তাঁরা তো এই সরকারের গঠিত কামতাপুরি ভাষা আকাদেমির ভাইস চেয়ারম্যান ও রাজবংশী উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। অথচ তৃণমূল যেখানে রাজ্যজুড়ে এনআরসি'র বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেখানে এই দুই নেতা রাজ্য সরকারের সরকারি পদে বসেই এনআরসি'র পক্ষে সওয়াল করছেন। এটা উচিত নয়। এমনকি পাহাড়কে শান্ত করে মুখ্যমন্ত্রী যেখানে পৃথক রাজ্য গঠন করেননি। জিটিএ তৈরি করেছেন। বিভিন্ন জনজাতির জন্য উন্নয়ন বোর্ড, ভাষা আকাদেমি তৈরি করে দিয়েছেন। সেখানে এই দুই নেতা সরকারি পদে থেকে সমস্ত সুযোগসুবিধা নিয়ে পৃথক রাজ্যের সপক্ষে আন্দোলন করছেন। এটা তৃণমূলের নীতিবিরুদ্ধ। এগুলি মানা যায় না।' তিনি দাবি করেন, সরকারি পদে থেকে এই ধরনের রাজ্য সরকার ও তৃণমূল বিরোধী কাজকর্ম করা ঠিক হচ্ছে না। সরকারি পদ ছেড়ে দিয়ে এগুলি করা উচিত।

এই বিষয়ে কামতাপুরি প্রোগ্রেসিভ পার্টির সভাপতি তথা ভূমিপুত্র ঐক্য মঞ্চের ভাইস চেয়ারম্যান অতুলবাবু বলেন, 'আমি কামতাপুরি ভাষা আকাদেমি থেকে কোনো সুযোগ নিই না। এমনকি সরকারি গাড়িও ব্যবহার করি না।' এনআরসি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সংখ্যালঘু বহিরাগত অনুপ্রবেশকারীরা এই মাটিতে সব থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করছেন। তাঁদের সংরক্ষণ ২২ শতাংশ কেন হবে, তাঁরা তো সংখ্যায় বেশি। নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা আজ বিপন্ন হতে বসেছে। বিভিন্ন আইন তাঁদের আগে রক্ষাকবচ ছিল। আজ তাঁরাই উত্তরবঙ্গের মাটিতে সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত, উদবাস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তাই এনআরসি চাইছেন তাঁরা। খুব শীঘ্রই আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে তাঁরা যেতে চলেছেন বলে অতুলবাবু দাবি করেন। তৃণমূল এসসি–এসটি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাসও অভিযোগ করেছেন, মুখ্যমন্ত্রী এই দুই জনগোষ্ঠীর জন্য যেভাবে ভাষা আকাদেমি, পৃথক উন্নয়ন বোর্ড গড়েছেন, তারপর ভাষার স্বীকৃতি দিয়েছেন– এখন নতুন করে পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলন করা অযৌক্তিক। এটা মানা যায় না। রাজ্য ভাগ করে উন্নয়ন এগোবে না। বংশীবদনবাবুর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে পাওয়া যায়নি।

> **তৃণমূল যেখানে রাজ্যজুড়ে এনআরসি'র বিরুদ্ধে লড়াই করছে, সেখানে এই দুই নেতা রাজ্য সরকারের সরকারি পদে বসেই এনআরসি'র পক্ষে সওয়াল করছেন। এটা উচিত নয়।**
>
> – **বিজয়চন্দ্র বর্মন**

কর্মপ্রার্থীদের কমিটি

চ্যাংরাবান্ধা, ১১ সেপ্টেম্বর : বুধবার চ্যাংরাবান্ধায় পশ্চিমবঙ্গ এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক কর্মপ্রার্থী সমিতির মেখলিগঞ্জ ব্লক কমিটি গঠিত হল। এই কমিটির সম্পাদক, সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে মিতুল সাহা, রশিদুল হক এবং সাদ্দাম হোসেন। কমিটির সহসম্পাদক মিঠুন সরকার বলেন, 'যুবশ্রী ভাতাপ্রাপকদের স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে– এই দাবিতে আগামী ২৪সেপ্টেম্বর নবান্ন অভিযান করা হবে।'

জেলাশাসককে স্মারকলিপি

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : গৃহবধূ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে ও দোষীদের গ্রেফতার করতে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিলেন কোচবিহার পাটাকুড়া সাহিত্যসভা বাইলেনের বাসিন্দারা। ১১ মে এলাকার বাসিন্দা একরামুল আহমেদের স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এলাকাবাসীদের পক্ষে মমতা রায়, পুনম রাউত, গৌরী রাউতরা জানান, ওই গৃহবধূর মৃত্যুর আগে থেকেই তাঁরা চিৎকার শুনতে পেতেন। তিনি নানাভাবে তাঁর স্বামী, ননদের দ্বারা অত্যাচারিত হতেন বলে তাঁদের অভিযোগ। এই অবস্থায় দোষীদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির দাবিতেই মঙ্গলবার স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ঘুঘুমারিতে নারী ও শিশু সেবা ভবনের বালক আবাসনে ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার তদন্তের দাবি তুলল ডিএসও। হোমের আবাসিকদের নিরাপত্তা ও ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়ে বুধবার তারা জেলাশাসকের উদ্দেশ্যে একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

পুলিশের প্রমীলাবাহিনী

প্রথম পাতার পর

পুজোর আগে অনেক সময় পরিবারের সমস্ত লোকজন একসঙ্গে কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। আবার পুজোর সময় ঘরে তালা দিয়ে বাড়ির সমস্ত লোকজন পুজো দেখতে যায়। চুরি রুখতে এই ধরনের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। পুলিশ সুপার বলেন, 'পুজোর আগে এবং পুজোর সময় শহরে ছিনতাই এবং ইভটিজিং রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। অ্যান্টি ইভটিজিং স্কোয়াড সক্রিয় রয়েছে। শহরের জনবহুল এলাকা, বিভিন্ন বাজার ও শপিং মলে নজরদারি চালানো হচ্ছে। অ্যান্টি ইভটিজিং স্কোয়াডের সদস্যরা ভিড়ের মধ্যে সাদা পোশাকে মিশে থাকবেন। কোনো কিছু ঘটতে দেখলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি তাঁরা কনট্রোল রুমে খবর দেবেন। খবর পেলেই ঘটনাস্থলে পেট্রোলিং স্কোয়াড উপস্থিত হবে।'

টাইগার হিল নিয়ে সমস্যা মিটছে না

কুপন ছাড়াই গাড়ি উঠবে, হুঁশিয়ারি চালকদের

শিলিগুড়ি, ১১ সেপ্টেম্বর : টাইগার হিল নিয়ে অনিশ্চয়তা কাটছেই না, বরং পুজোর মুখে পাহাড়চূড়ায় জমাট বাঁধছে ক্ষোভ। কুপন সিস্টেম প্রত্যাহারের দাবিতে আলোচনার রাস্তা খোলা রেখেও প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের রাস্তায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে পুলিশ–প্রশাসনকে দু'দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে সংগঠনটি। পাশাপাশি, ইতিবাচক পদক্ষেপ করা না হলে শনিবার থেকে সমস্ত গাড়ি টাইগার হিলে যাবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়। সংগঠনের সভাপতি এস এন প্রধান বলেন, 'ট্রাফিক সমস্যার কথা বলে পুলিশের তরফে কুপন চালুর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। সমস্যার সমাধানে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জেলা প্রশাসনকে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। ফলে আন্দোলনের রাস্তায় হাঁটতেই হচ্ছে।' তবে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে তাঁরা যে এখনই রাজি নন, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার অমরনাথ কে। তিনি বলেন, 'ট্রাফিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে না। কোনো গাড়ি কুপন পায়নি, এমন অভিযোগ এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি। প্রতিদিন তিনশো গাড়ির অনুমতি দেওয়ার কথা বলা হলেও, এখনও পর্যন্ত ওই সংখ্যক গাড়ি কুপনের জন্য আবেদন করেনি।' প্রসঙ্গত, ট্রাফিক সমস্যার জন্য টাইগার হিলে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনশো গাড়িকে অনুমতি দিচ্ছে পুলিশ, যা ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হয়েছে। আর এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়ের গাড়ির চালক এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

টাইগার হিল ইশ্যুতে এবার প্রশাসনের সঙ্গে সংঘাতের পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিল পাহাড়ের গাড়ির চালক এবং মালিকদের বিভিন্ন সংগঠনের যৌথ মঞ্চ হিমালয়ান ট্রান্সপোর্ট কোঅর্ডিনেশন কমিটি। পরিস্থিতি পর্যালোচনায় বুধবার দার্জিলিংয়ে বৈঠকে বসেছিল সংগঠনটি। বৈঠক শেষে সংগঠনের সভাপতি এস এন প্রধান বলেন, 'পুলিশের কুপন সিস্টেম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্তের ফলে অনেক পর্যটক যেমন টাইগার হিলে যেতে পারছেন না, তেমনই আমাদের রুটিরুজিতে টান পড়ছে। তাই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জন্য প্রশাসনকে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হচ্ছে। অন্যথায় শনিবার থেকে কুপন ছাড়াই টাইগার হিলে গাড়ি যাবে।' সমস্যার সমাধানের জন্য পর্যটনমন্ত্রী গত ৫ সেপ্টেম্বর জেলা প্রশাসনকে বৈঠক ডাকার কথা বলেছিলেন। ছয়দিন কেটে যাওয়ার পরেও কেন বৈঠক ডাকা হল না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। ওয়েস্ট বেঙ্গল টুরিজম ফোরামের মুখপাত্র প্রদীপ লামা শিলিগুড়ির প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'দার্জিলিং মোড় সহ শিলিগুড়ির রাস্তায় প্রতিদিন ট্রাফিক সমস্যা হচ্ছে। শিলিগুড়িতে কি যান নিয়ন্ত্রণের জন্য কুপন সিস্টেম আছে? পুজোর মুখে আমাদের ভাতে মারার জন্য পুলিশ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' গোর্খা চালক সংগঠনের মুখপাত্র ভরত তিরওয়ার বক্তব্য, 'পুলিশের এই সিদ্ধান্ত পাহাড়ের ট্রাফিক সমস্যার কোনো সমাধান করেনি। বরং নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে।' হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড টুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'প্রশাসনের কুপন সিস্টেম কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই আমরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছি। আশা করছি প্রশাসনের শীর্ষমহল থেকে সঠিক পদক্ষেপ করা হবে।'

মস্কোয় পুরস্কৃত কলকাতার তিন আলোকচিত্রী

দেবস্মিতা মৌলিক

মস্কো, ১১ সেপ্টেম্বর : আন্দ্রেই স্তেনিন আন্তর্জাতিক ফোটো প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত হলেন কলকাতায় তিন আলোকচিত্রী। পোর্ট্রেট ক্যাটিগোরিতে শান্তনু দে এবং স্পোর্টস সিঙ্গল ক্যাটিগোরিতে অয়নাভ শীল ও অমিত মৌলিক পুরস্কার পেয়েছেন। মোট ১৭টি দেশের প্রতিযোগীরা বিশ্বের অন্যতম সেরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। এবার এই প্রতিযোগিতা পঞ্চম বছরে পা দিল।

এবারই প্রথম প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছেন অয়নাভ। আলো–আঁধারির মধ্যে ওয়াটার পোলোর প্রশিক্ষণের ছবি তুলে তিনি শিরোপা জিতেছেন। অয়নাভ জানান, তিনি যখন ওই জায়গায় ছবি তুলতে যান তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। ক্যামেরার ইন বিল্ট ফ্ল্যাশ ব্যবহার করে ছবিতে একটি বিশেষ এফেক্ট আনাই তাঁকে এই সাফল্য এনে দিল। গতবার এই প্রতিযোগিতায় তৃতীয় হয়েছিলেন অমিত। এবার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন স্পোর্টস ক্যাটিগোরিতে। অমিত জানান, হাওড়ার বাঁধাঘাটে ফুলের বাজারে একটি কুস্তির আখড়ার ছবি তুলেছেন তিনি। বছরে একটি দিন তারা ম্যাটে কুস্তি লড়ে। সেই ম্যাটে কুস্তি লড়ার ছবি তুলে এবার তাঁর পুরস্কার জয়। পৃথিবীবিখ্যাত বলশয় থিয়েটারের শিল্পীরা, রাশিয়ান পপ স্টার ভ্যালেরিয়া ও দেশ–বিদেশের প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ পুরস্কার তুলে দেন বিজয়ীদের হাতে। কলকাতায় রাশিয়ার কনসাল জেনারেল আলেক্সেই ইদামকিন বিজয়ীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'কলকাতার তিন তরুণ প্রতিযোগী পুরস্কার জেতায় আমি উচ্ছ্বসিত। তরুণ প্রতিভাদের তুলে ধরা এবং দু'দেশের সম্পর্ক মজবুত করতে এই প্রতিযোগিতা একটা মঞ্চ হিসাবে কাজ করছে।'

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পুরস্কৃত আলোকচিত্রীরা। – সংবাদচিত্র